ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

পার্লামেন্টওয়াচ প্রতিবেদন

নবম জাতীয় সংসদ

জানুয়ারি ২০০৯ - নভেম্বর ২০১৩

মোরশেদা আক্তার, ফাতেমা আফরোজ ও জুলিয়েট রোজেটি

সিরডাপ মিলনায়তন, ঢাকা
১৮ মার্চ ২০১৪

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

- জাতীয় সংসদ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম
- সংসদীয় গণতন্ত্রে জাতীয় সংসদ মূলত রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়
- নবম সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করা সম্পর্কিত অঙ্গীকার
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সংসদীয় কার্যক্রমের ভূমিকার কথা বিবেচনায় রেখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে পর্যবেক্ষণ করছে
- মোট ৯টি প্রতিবেদন প্রকাশ; এর ধারাবাহিকতায় নবম সংসদের সার্বিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন

গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য

সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চায় নবম জাতীয় সংসদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- নবম জাতীয় সংসদের কার্যক্রম পর্যালোচনা
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব ও সরকারের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কমিটির ভূমিকা বিশ্লেষণ
- আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ
- সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমিকা বিশ্লেষণ
- সংসদীয় গণতন্ত্র সুদৃঢ় করতে, সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

তথ্যের উৎস ও গবেষণার সময়

প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ টেলিভিশন চ্যানেলে সরাসরি প্রচারিত সংসদ কার্যক্রম

পরোক্ষ তথ্যের উৎস

- সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত বুলেটিন
- সরকারি গেজেট
- প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ
- সংবাদপত্র

গবেষণার সময়

জানুয়ারি ২০০৯ থেকে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে সবশেষ (১৯তম) অধিবেশন

প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়

জনগণের প্রতিনিধিত্ব	▪ সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও কোরাম সংকট ▪ নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ ▪ রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা
আইন প্রণয়ন	▪ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী ▪ বাজেট আলোচনা
তদারকির মাধ্যমে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা	▪ প্রশ্নোত্তর পর্ব ও জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা ▪ অনির্ধারিত আলোচনা ▪ সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম
অন্যান্য	▪ স্পিকারের ভূমিকা

নবম জাতীয় সংসদের তথ্য

- ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২৫ জানুয়ারি ২০০৯ প্রথম অধিবেশন
- নবম জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী দল - বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও শরীক দল (৮৮% আসন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও শরীক দল (১১% আসন) ও অন্যান্য (১% আসন)
- নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৯৩% এবং নারী ৭%; সংরক্ষিত আসনসহ এই হার যথাক্রমে ৮০% ও ২০%
- শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় ৭১%; এসএসসি বা তার কম ৭% সংসদ সদস্যের
- নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ব্যবসায়ী ৫৭%, আইনজীবী ১৪%, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ১০%, অন্যান্য ৭% (রাজনীতিবিদ, শিক্ষক, সাংবাদিক)

সংসদে নির্বাচিত সদস্যের প্রধান পেশার ধরন
(শতকরা হার)

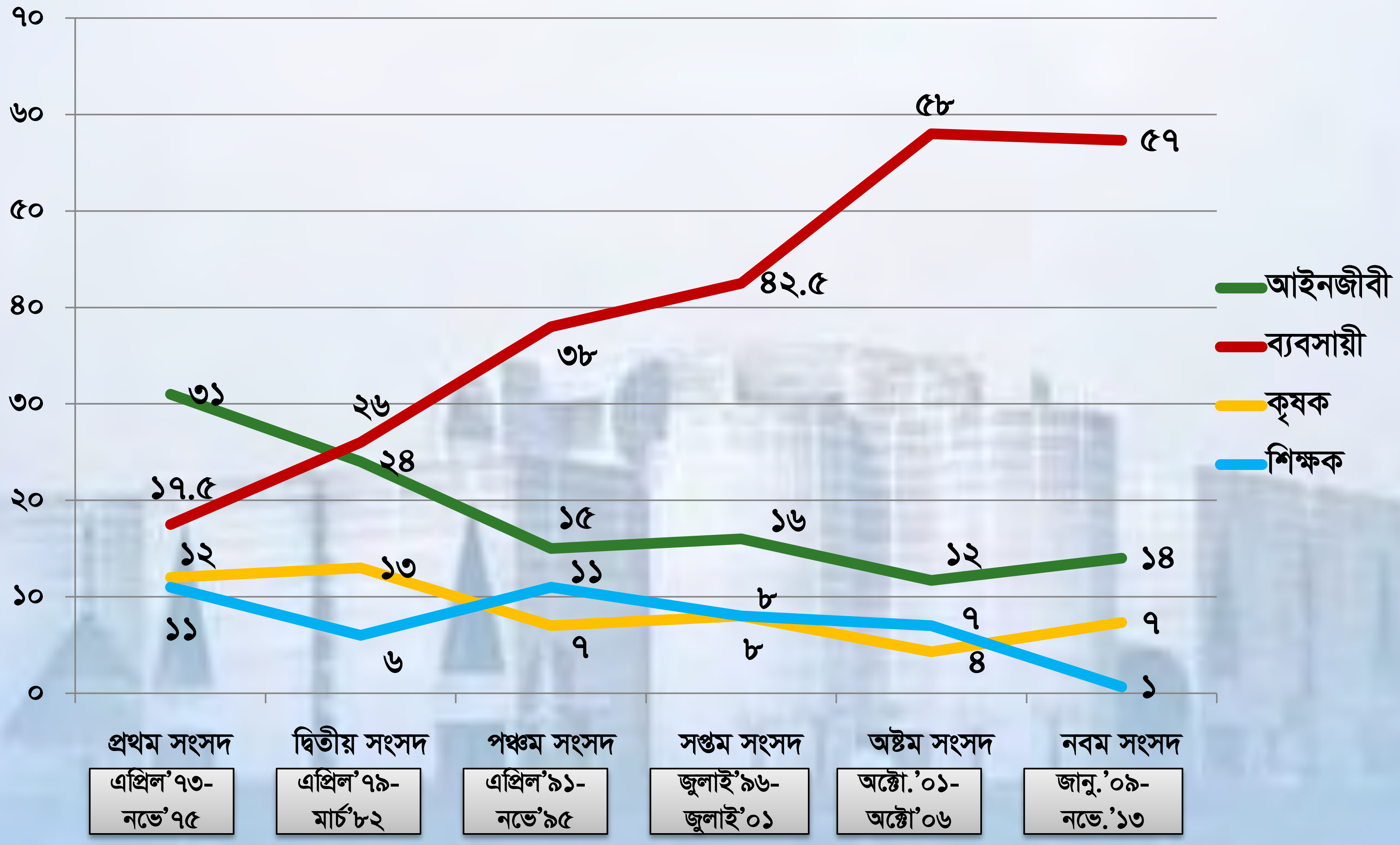

নবম সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময়

২০০৯-১৩ সালে ১৯টি অধিবেশনে মোট কার্যদিবস ৪১৮ দিন এবং মোট ব্যয়িত সময় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট; বছরে গড় কার্যদিবস ৮৪ দিন

প্রতি কার্যদিবসে গড় বৈঠককাল ৩ ঘন্টা ১১ মিনিট (*যুক্তরাজ্যের হাউজ অব কমন্সে প্রতি কার্যদিবসের গড় বৈঠককাল প্রায় ৮ ঘণ্টা; ভারতে লোকসভায় গড়ে প্রায় ৬ ঘন্টা*)

নবম সংসদে বিভিন্ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার

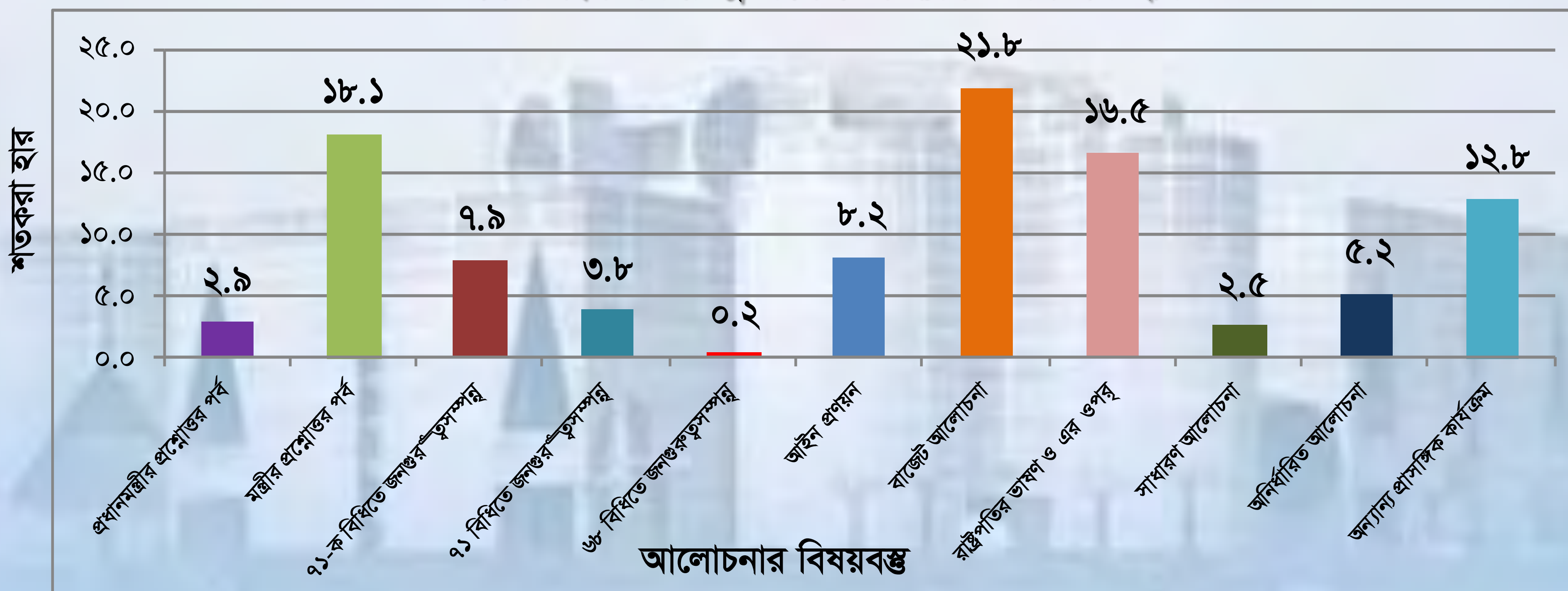

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি

সার্বিকভাবে গড় উপস্থিতি	২২১ জন (মোট সদস্যের ৬৩%)
মোট কার্যদিবসের ৭৫%-এর বেশী কার্যদিবস উপস্থিত	৪১% সদস্য
সরকারি দলের ক্ষেত্রে	৪৬.৯ % সদস্য তিন-চতুর্থাংশের বেশী কার্যদিবস, ১৫.৬% সদস্য অর্ধেক সময়ের কম কার্যদিবস উপস্থিত
প্রধান বিরোধী দলের ক্ষেত্রে	১০০% সদস্য এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশ বা তার কম কার্যদিবস উপস্থিত
স্বতন্ত্র সদস্যের ক্ষেত্রে	নোয়াখালী-৬ (প্রায় ৬৫.৫% কার্যদিবসে), ষষ্ঠদশ অধিবেশন থেকে স্বতন্ত্র সদস্য (টাঙ্গাইল-৩) - ৮১ কার্যদিবসের মধ্যে মোট ৬২ কার্যদিবস (৭৬.৫৪%) উপস্থিত
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৮০.৩৮% (৩৩৬ দিন)
প্রধান বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ২.৩৯% (১০ দিন)
সর্বোচ্চ উপস্থিতি	নরসিংদী-৩ (৪১৭ কার্যদিবস. ৯৯.৭৬%)
সর্বনিম্ন উপস্থিতি	প্রধান বিরোধী দলের নেতা (২.৩৯%)
মন্ত্রীদের উপস্থিতি	অর্ধেক সময়ের কম উপস্থিত ১৪.৩%

প্রধান বিরোধী দলের উপস্থিতির বছরভিত্তিক বিশ্লেষণ - প্রথম বছরে ২৭% উপস্থিত, ক্রমান্বয়ে পরবর্তী বছরগুলোতে উপস্থিতি হ্রাস (২০১০: ২৪%, ২০১১: ৯%, ২০১২: ৪%) পেলেও শেষ বছরে উপস্থিতি ২৭%

প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন

- প্রধান বিরোধী দল ১৯টি অধিবেশনের মধ্যে ১২টি অধিবেশন সংসদ বর্জন করে - ৪১৮ কার্যদিবসের মধ্যে ৩৪২ কার্যদিবস (৮১.৮১%)
- সর্বোচ্চ একটানা ৮২ কার্যদিবস প্রধান বিরোধী জোট সংসদ বর্জন করে
- সংসদ সদস্য হিসেবে প্রাপ্য আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে প্রাক্কলিত, একজন সংসদ সদস্যের এক দিন অনুপস্থিতি বা বর্জনের অর্থমূল্য ন্যূনতম প্রায় ৩,৫৫৮ টাকা। এ হিসেবে বিরোধী জোটের প্রথম থেকে সবশেষ (১৯তম) অধিবেশন পর্যন্ত সংসদ বর্জনের মোট অর্থমূল্য প্রায় ৪ কোটি ৮৬ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা

পঞ্চম থেকে নবম সংসদে প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন (কার্যদিবসের শতকরা হার)

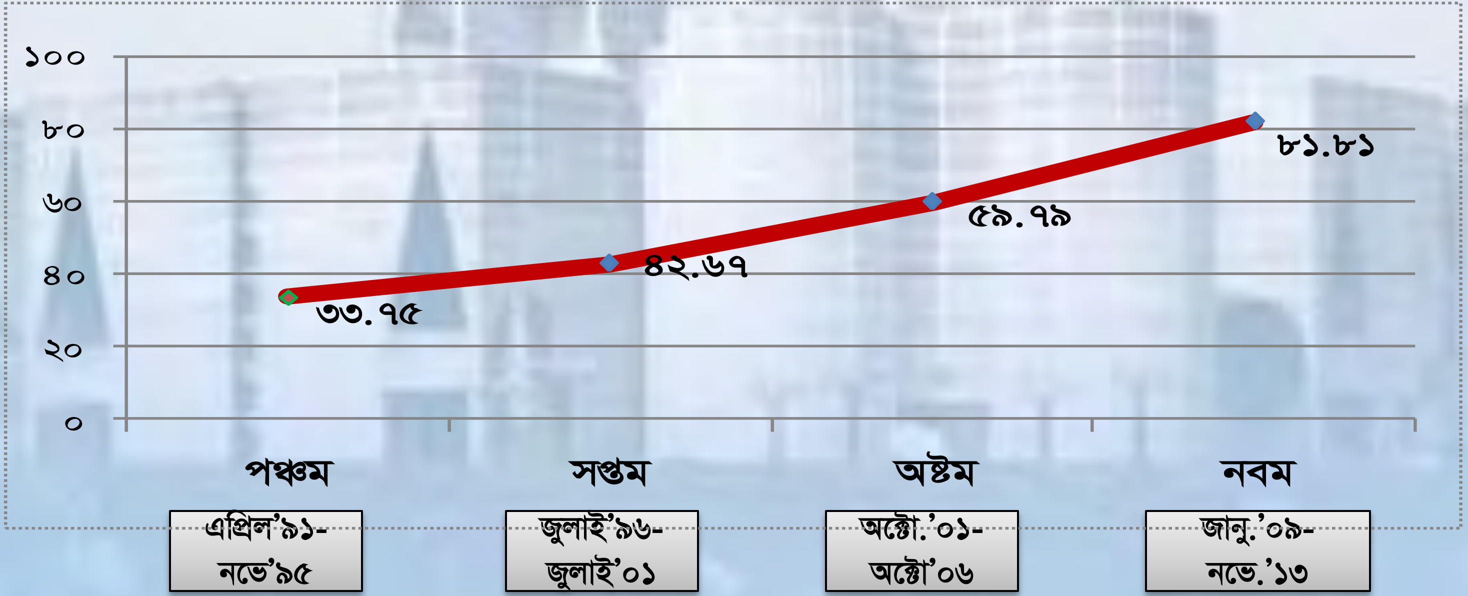

ওয়াকআউট

- মোট ৩৮টি কার্যদিবসে প্রধান বিরোধী জোটের দলসমূহ সহ অন্যান্য বিরোধী সদস্য (স্বতন্ত্র) মোট ৫৪ বার ওয়াকআউট করে
- প্রধান বিরোধী জোট ৪১ বার, স্বতন্ত্র সদস্য একা ১৩ বার

উল্লেখযোগ্য কারণ-

- রাষ্ট্রপতির ভাষণের প্রতিবাদ
- মন্ত্রী এবং সরকারি দলের সদস্যদের বক্তব্যের প্রতিবাদ
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি পুনর্গঠনের ওপর প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী জোটের আসন বিন্যাস যথোপযুক্ত না হওয়ার প্রতিবাদ
- সরকারি দলের সদস্যদের অসৌজন্যমূলক বক্তব্যের প্রতিবাদ
- বিল সংক্রান্ত বিষয়ে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন এবং বক্তব্য প্রদানের সময় বরাদ্দ না পাওয়ার প্রতিবাদ
- বিল পাসের প্রতিবাদ
- পয়েন্ট অব অর্ডারে বক্তব্য দিতে না দেওয়ার প্রতিবাদ
- মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির বিষয়ে প্রতিবাদ
- প্রধান বিরোধী দলের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিল পাস করার প্রতিবাদ

কোরাম সংকট

অধিবেশন শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের উপস্থিত না হওয়ার কারণে কোরাম সংকট

সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের দেরিতে উপস্থিতির কারণে সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি

- ১৯টি অধিবেশনে মোট কোরাম সংকট প্রায় ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট
- প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকট প্রায় ৩২ মিনিট
- সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করতে প্রতি মিনিটে গড় ব্যয় প্রায় ৭৮ হাজার টাকা (২০১১-১২ *অর্থবছরে সংসদের সংশোধিত বাজেটের প্রেক্ষিতে প্রাক্কলিত*)
- এ হিসাবে প্রতি কার্যদিবসের গড় কোরাম সংকটের সময়ের অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা (*নবম সংসদে মোট কোরাম সংকটের অর্থমূল্য প্রায় ১০৪ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা*)

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা

- মোট ব্যয়িত সময় প্রায় ২২০ ঘন্টা (মোট সময়ের প্রায় ১৬.৫%)
- ২৯৯ জন কোন না কোন অধিবেশনে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ পান (প্রধান বিরোধী দলের ৩১ জন, সরকারি দলের ২৬৫ জন এবং অন্যান্য বিরোধী (এলডিপি) ও স্বতন্ত্র সদস্য সহ ৩ জন)
- ৭৮ জন সদস্য ৫টি অধিবেশনে-ই আলোচনার সুযোগ পান, যারা সকলে সরকারি দলের সদস্য
- ৫১ জন সদস্য (প্রায় ১৫%) কোনো অধিবেশনে এই পর্বে আলোচনায় অংশ নেননি
- আলোচনায় নির্বাচনী এলাকা নিয়ে বক্তব্য, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা ও নিজ দলের প্রশংসার প্রাধান্য
- সরকারি এবং বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিষয় উপস্থাপন এবং প্রয়াত রাষ্ট্রনেতাদের সম্পর্কে অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার
- সরকারি ও বিরোধী উভয় দল জাতীয় সমস্যাগুলোকে (দুর্নীতি, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সমস্যা ইত্যাদি) দলীয়ভাবে রাজনীতিকীকরণ করে এক দল আরেক দলকে আক্রমণ ও অসংসদীয় আচরণ

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (অর্থ আইন বা বাজেট ব্যতীত)

- মোট সময়ের ৮.২% আইন প্রণয়নে ব্যয়িত *(যুক্তরাজ্যে এই হার ২০০৯-১০ সালে প্রায় ৫৫%; ২০১৩ সালে ভারতে লোকসভায় প্রায় ৫৩% এবং রাজ্যসভায় প্রায় ৪৪%)*
- ৪১৮ কার্যদিবসে মোট ২৭১টি বিল পাস; ২৬৮টি সরকারি বিল এবং ৩টি বেসরকারি বিল
- বিল উত্থাপন, বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাই, সংশোধনী আলোচনা ও মন্ত্রীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় ব্যয় প্রায় ১২ মিনিট *(ভারতে লোকসভায় প্রায় ৬০% বিল পাসের আলোচনায় প্রতিটি বিলের ওপর এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয়)*
- ব্যয়িত সময় - সরকারি দল প্রায় ১৩%, প্রধান বিরোধী দল প্রায় ৩৮%, স্বতন্ত্র সদস্য প্রায় ৪৯%
- ১৫ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক বিল উত্থাপনে আপত্তি এবং ৫৩ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক বিলের ওপর সংশোধনী বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ
- প্রধান বিরোধী দলীয় ৬ জন, সরকার দলীয় ৩ জন এবং ১ জন স্বতন্ত্র সদস্যের বিল উত্থাপনে আপত্তি, জনমত যাচাই-বাছাই ও সংশোধনী সকল আলোচনায় অংশগ্রহণ

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের উল্লেখযোগ¨ তথ্য

- আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি, পূর্ববর্তী সংসদের মতই সংসদ সদস¨ কর্তৃক বিলের ওপর জনমত যাচাই-বাছাইয়ের প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ হওয়ার চর্চা বিদ্যমান - (*'মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন বিল, ২০১২'; 'সন্ত্রাসবিরোধী (সংশোধন) বিল, ২০১২' ইত্যাদি)*
- প্রথম অধিবেশনে বিলের ওপর সংশোধনী, এবং যাচাই-বাছাই প্রস্তাব -এর ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ
- প্রধান বিরোধী দল অনুপস্থিত থাকলেও অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র সদস্য)-র স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহণ
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত অধ্যাদেশকে আইন করার নীতিগত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা স্বরূপ প্রধান বিরোধী জোটের অধিবেশন বর্জন
- প্রধান বিরোধী দলের প্রতিনিধিত্বহীন *'সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) বিল, ২০১১'* সংক্রান্ত বিশেষ কমিটি গঠন, কমিটির প্রতিবেদনের ৫১টি সুপারিশ অগৃহীত, ৯ জন সরকারদলীয় সদস্য এবং স্বতন্ত্র সদস্য কর্তৃক বিলের ৫১টি দফায় ৬৫টি সংশোধনী প্রস্তাব কণ্ঠভোটে নাকচ, প্রায় ৪ ঘন্টা ০৬ মিনিট আলোচনা ও পাস যা এই সংসদে সর্বোচ্চ
- সর্বনিম্ন প্রায় ৩-৪ মিনিটে বিল আলোচনা ও পাস - *'স্থানীয় সরকার সিটি কর্পোরেশন (সংশোধন) বিল, ২০১১'; 'তথ্য অধিকার বিল, ২০০৯'; 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) বিল, ২০১৩' ইত্যাদি*
- *'দুর্নীতি দমন কমিশন (সংশোধন) বিল, ২০১৩'* মাত্র ২২ মিনিট, *'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিল, ২০১০'* মাত্র ১৫ মিনিট আলোচনা ও পাস

বাজেটের ওপর আলোচনা

- বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত মোট সময় প্রায় ২৮৯ ঘন্টা ৫৭ মিনিট (মোট সময়ের প্রায় ২১.৮%)
- মোট ৩১৮ জন সদস্য (৯০.৮৫%) ন্যূনতম ১টি বাজেট অধিবেশনে আলোচনায় অংশ নেন
- ৫টি অধিবেশনেই বাজেটের ওপর আলোচনার সুযোগ পান ৯১ জন সদস্য , এদের মধ্যে ৯০ জন সরকারি দলের এবং স্বতন্ত্র সদস্য একজন
- ৪টি বাজেট অধিবেশনে সংসদ বর্জন করলেও শেষ বাজেট অধিবেশনে প্রধান বিরোধী জোটের ৩৩ জন সদস্যের বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণ
- খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গ আলোচনা
- সদস্যদের বক্তব্যে দলীয় প্রশংসা, প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা এবং অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন অব্যাহত

বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়িত সময়ের শতকরা হার

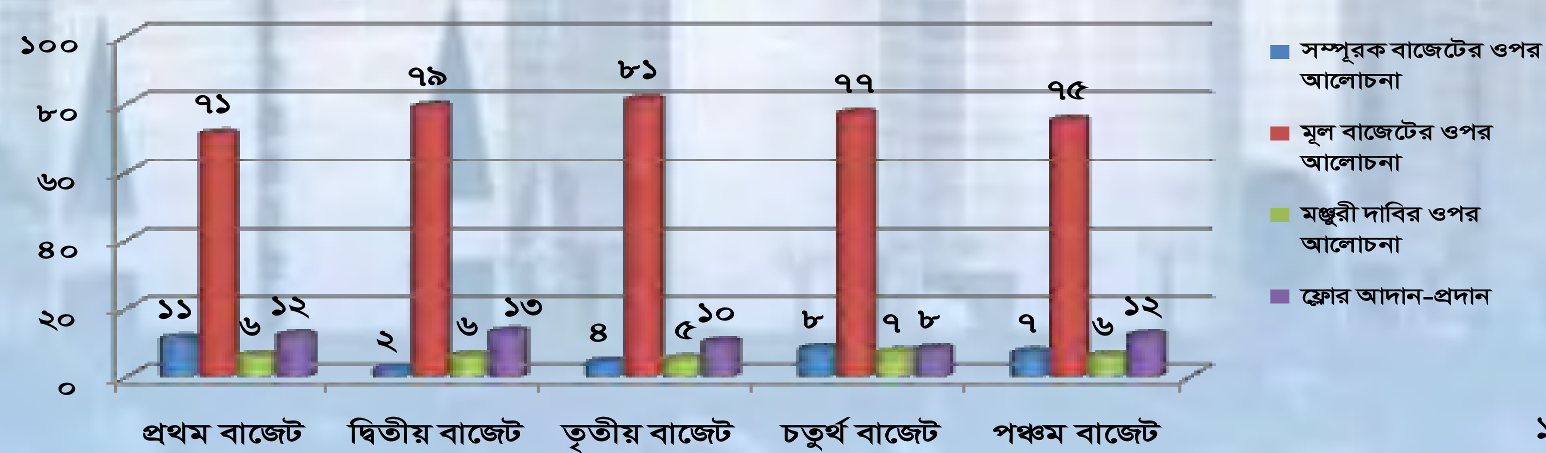

সংসদের অধিবেশনে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- সংসদে প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রমের সাতটি পর্বের (প্রশ্নোত্তর, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস, সাধারণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব) কোনো না কোনো পর্বে মোট ৩২১ জন সদস্য অংশগ্রহণ, ২৯ জন প্রধান বিরোধী দলের এবং একজন স্বতন্ত্র সদস্য
- প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বের উল্লেখযোগ্য বিষয় - খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে কৃষি পণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা, সেচের জন্য বিদ্যুত সুবিধা, নদী পুনরুদ্ধারে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অগ্রগতি, পুঁজিবাজার আধুনিকায়নে সরকারের পদক্ষেপ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পররাষ্ট্র নীতি, পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন, দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা, জঙ্গীবাদ, বিডিআর বিদ্রোহ ইত্যাদি
- মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে সবচেয়ে বেশি (৪৭৮টি) প্রশ্ন উত্থাপন (স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট)
- বিধি ১৩১ অনুযায়ী জনগুরুত্বপূর্ণ মোট ৫টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত
- বিধি ১৪৬ ও ১৪৭-এ ২য় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (খসড়া), জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে আলোচনা
- মুলতবি প্রস্তাবের নোটিস - ৯১৭টি, প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের অনুপস্থিতি এবং স্পিকার বিধিসম্মত মনে না করার কারণে বাতিল ঘোষণা

সংসদের অধিবেশনে সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম

- কার্যপ্রণালী বিধি ৭১-ক বিধিতে মোট ২২৫৪টি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিসের ওপর আলোচনা
- সবচেয়ে বেশি (৩৩০টি) যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কিত
- ৭১ ক - বিধিতে নোটিস সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত লিখিতভাবে সংসদকে অবহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ
- ৭১ বিধিতে ৪৪২টি জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিস আলোচনার জন্য গৃহীত; ৪১৯টি সরকারি দলের, ১৩টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ১০টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্যের
- গৃহীত নোটিসের মধ্যে আলোচিত নোটিস ২৮৪টি; ২৭০টি সরকারি দলের, ৮টি প্রধান বিরোধী দলের এবং ৬টি অন্যান্য বিরোধী স্বতন্ত্র সদস্যের
- সর্বোচ্চ সংখ্যক নোটিস যোগাযোগ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত (৩৫টি); একজন সরকারি দলের সদস্যের সর্বোচ্চ ১২টি নোটিস আলোচিত

অনির্ধারিত আলোচনা

- মোট ১৯১টি কার্যদিবসে অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত; ৩০৪টি বিষয়ের ওপর প্রায় ৬৯ ঘন্টা ৫৪ মিনিট ব্যয় (প্রায় ৫%); ১১৯ জন সদস্য (সরকারি দলের ১০৩ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১৪ জন এবং অন্যান্য বিরোধী ২ জন) অংশগ্রহণ করেন
- স্বতন্ত্র সদস্য মোট ৩৯টি বিষয়ের ওপর এবং সরকারি দলের একজন সদস্য সর্বোচ্চ ৫৬টি বিষয়ের ওপর বক্তব্য দেন
- অনির্ধারিত আলোচনায় অসংসদীয় ও অশালীন ভাষা ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের সমালোচনার চর্চা অব্যহত

উল্লেখযোগ্য আলোচিত বিষয়

- পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করার পদক্ষেপ গ্রহণ
- গণমাধ্যম কর্মীদের ওপর হামলা ও প্রাণনাশের চেষ্টার প্রতিবাদ
- মিডিয়াতে রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে মন্তব্য
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম নিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনের নামে সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
- হরতাল বন্ধে আইন প্রণয়নের প্রস্তাব
- কোরাম সংকটের কারণে অধিবেশন মুলতবি
- তিস্তা চুক্তি, টিপাই মুখ বাঁধ প্রসঙ্গ

- সংবিধানে বিলুপ্ত ইমপিচমেন্ট অনুচ্ছেদ পুনর্বহাল করে বিচারকদের অপসারণ
- সংসদীয় কমিটিগুলোর ক্ষমতা ও ব্যাপ্তি বৃদ্ধি
- অধিবেশনে মন্ত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ
- টিআইবি'র রিপোর্ট ও কার্যক্রম সম্পর্কে সমালোচনা
- সংসদের ভিতরে এবং বাইরে সদস্যদের আচরণ এবং অশালীন ও অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

অধিবেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ

কার্যক্রম	মোট সদস্য	সরকারি দল	প্রধান বিরোধী দল	অন্যান্য বিরোধী (স্বতন্ত্র)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	১১১	১০৩	৭	১
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	২৮৪	২৫৫	২৮	১
সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (বিধি ১৩১)	১০৭	১০০	৬	১
সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬, ১৪৭)	৯৬	৯৩	২	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১)	১২৬	১১৭	৮	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন মনোযোগ আকর্ষণ নোটিসের ওপর আলোচনা (বিধি ৭১-ক)	২৭১	২৪৫	২৫	১
জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (বিধি ৬৮)	১৪	১৪	-	-
আইন প্রণয়ন	৫৭	৩০	২৫	২
বাজেট আলোচনা	৩১৮	২৮২	৩৩	৩
অনির্ধারিত আলোচনা	১১৯	১০৩	১৪	২
রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা	২৯৯	২৬৫	৩১	৩

** সংসদ বর্জনের কারণে প্রধান বিরোধী দলের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম, ২ জন সদস্য (নাটোর-৪, নেত্রকোণা-৪) কোন পর্বে অংশ নেননি*

সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম

- নবম সংসদে ৫৩টি কমিটি গঠন; সংবিধান সংশোধনকল্পে ১টি বিশেষ কমিটি এবং ১টি খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যা পরে বিলুপ্ত করা হয়; ১৮৩টি উপ-কমিটি গঠিত; ৪৫টি কমিটি ১০১টি প্রতিবেদন দিয়েছে ;
- ৫৩টি কমিটি মোট ২০৪৩টি এবং ১৮৩টি উপ-কমিটি ৬৫০টি বৈঠক করে - সর্বোচ্চ ১৩২টি বৈঠক করে সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি (৪০টি কমিটি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মাসে একটি করে বৈঠক করতে সক্ষম হয়নি)
- ২৪টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৈঠকে সদস্যদের সার্বিক গড় উপস্থিতি ৬৩%
- ২২টি কমিটির প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী গঠিত হওয়ার পর থেকে ৪৯৩৫টি সুপারিশ করে (২৩টি কমিটির তথ্য পাওয়া যায়নি); ৪৩.১৭% সুপারিশ বাস্তবায়িত; সর্বোচ্চ (৭৯টির মধ্যে ৬৩টি, প্রায় ৭৯.৭%) লাইব্রেরী সম্পর্কিত; সর্বনিম্ন (৩৪৮টির মধ্যে ৪টি; প্রায় ১.১৪%) ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সুপারিশ বাস্তবায়নের হার প্রায় ৬৪% *(অষ্টম সংসদে-প্রায় ৫৫%)*
- ২০টিরও অধিক কমিটির (যেমন নৌপরিবহন, যোগাযোগ, বস্ত্র ও পাট, বাণিজ্য) সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ
- দুর্নীতি সম্পর্কিত তদন্ত – বিমানের দুর্নীতি, পরিবেশ রক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য খসড়া কৌশলপত্র প্রণয়ন, পূর্ববর্তী স্পিকারের অনিয়ম ও দুর্নীতি, বিআরটিএ'র অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়
- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে পুনর্গঠিত দুদকের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য তৎকালীন চেয়ারম্যান, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও তৎকালীন সচিবকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করে
- তৃণমূল পর্যায়ে সংসদীয় কমিটি (১০টি) কর্তৃক জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক করার চর্চা দেখা যায়

নবম সংসদে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ

উপস্থিত	মোট কার্যদিবসের তিন-চতুর্থাংশের বেশী সময় উপস্থিত - প্রায় ৪৫.৭ % (*সরকারি দলের ৫১.৬ শতাংশ*)
প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব	৬০টি প্রশ্ন উত্থাপন- প্রায় ৫৪ মিনিট যা এ পর্বে প্রশ্ন করার মোট সময়ের প্রায় ১২ %
মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব	১০৫০টি প্রশ্ন উত্থাপন - প্রায় ১০ ঘন্টা ৩৪ মিনিট যা এ পর্বে প্রশ্ন করার মোট সময়ের প্রায় ১৩.৯%
প্রশ্নের বিষয়বস্তু	অবকাঠামো, প্রশাসন ও নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন
৭১ বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ গৃহীত নোটিসের ওপর আলোচনা	৫৬টি নোটিস (সর্বোচ্চ ৭টি করে নোটিস স্বরাষ্ট্র এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট)
৭১-ক বিধিতে জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিসের ওপর আলোচনা	৫৮২টি নোটিস (সর্বোচ্চ নোটিস ৬১টি শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত)
আইন প্রণয়ন	১০ জন সদস্য (মন্ত্রী ব্যতীত); আপত্তি , যাচাই-বাছাই কিংবা সংশোধনী প্রস্তাব - প্রায় ২ ঘন্টা ৪২ মিনিট (১৪.৬%); বাজেট আলোচনা - প্রায় ৪৩ ঘন্টা ৫৫ মিনিট (১৭.৮%)
কমিটিতে অংশগ্রহণ	৪৮টি সংসদীয় কমিটিতে মোট ১২ জন নারী সদস্য (৩ জন প্রধান বিরোধী দলের); ৬টি কমিটির সভাপতি হিসেবে ৪ জন নারী সদস্য (সরকারি দল)
বাংলাদেশের সর্বপ্রথম নারী স্পিকার	সপ্তদশ অধিবেশন থেকে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ

স্পিকারের ভূমিকা

- সভাপতি হিসেবে স্পিকারের প্রায় ৭১২ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট (৫৩%), ডেপুটি স্পিকারের প্রায় ৫১২ ঘণ্টা ৪৬ মিনিট (৩৮.৪%) এবং সভাপতি প্যানেলের সদস্যদের প্রায় ১০৬ ঘণ্টা ১৪ মিনিট (৮%) দায়িত্ব পালন
- সংসদে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের প্রতি রুলিং এবং অসংসদীয় শব্দ এক্সপাঞ্জ
- বিরোধী দলের সদস্যদের উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতিতে সরকারি দলের সদস্যদের অসংসদীয় শব্দের ব্যবহারের প্রেক্ষিতে অনেক সময় স্পিকারের নীরবতা
- কার্যপ্রণালী বিধি রক্ষায় তাগাদা দেওয়া এবং অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার না করার জন্য সকল সদস্যদেরকে অনুরোধ
- ডিজিটাল টাইম কিপার ব্যবস্থার প্রবর্তন স্পিকারের পক্ষে সময় নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে সহজতর হয়েছে

অষ্টম ও নবম সংসদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

নির্দেশক	অষ্টম সংসদ	নবম সংসদ
সংসদে প্রতিনিধিত্ব	৭২% সদস্য সরকারি দল ২৮% সদস্য বিরোধী দল	৮৮% সদস্য সরকারি দল ১২% সদস্য বিরোধী দল
মোট বৈঠককাল	মোট কার্যদিবস ৩৭৩ দিন, প্রায় ১১৮২ ঘন্টা ২৯ মিনিট	মোট কার্যদিবস ৪১৮ দিন, প্রায় ১৩৩১ ঘন্টা ৫৪ মিনিট
গড় বৈঠককাল	৩ ঘন্টা ১১ মিনিট	৩ ঘন্টা ১১ মিনিট
সদস্যদের উপস্থিতি	গড় উপস্থিতি ৫৫%	গড় উপস্থিতি ৬৩%
২৫ শতাংশের কম সময় উপস্থিত	১৪% সদস্য	১৪% সদস্য
সংসদ নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ৫২.২৭%	মোট কার্যদিবসের ৮০.৩৮%
বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি	মোট কার্যদিবসের ১২.০৬%	মোট কার্যদিবসের ২.৩৯%
প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জন	৬০% কার্যদিবস	৮১.৮১% কার্যদিবস
বিল পাস	১৮৫টি, ১৮৪টি সরকারি ও ১টি বেসরকারি একটি বিল পাসের গড় সময় প্রায় ২০ মিনিট	২৭১টি, ২৬৮টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি একটি বিল পাসের গড় সময় প্রায় ১২ মিনিট
কোরাম সংকট	প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩৭ মিনিট যার অর্থমূল্য প্রায় ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা	প্রতি কার্যদিবসে গড়ে ৩২ মিনিট যার অর্থমূল্য প্রায় ২৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা
স্থায়ী কমিটি	প্রথম অধিবেশনে মাত্র ৫টি কমিটি গঠিত, সভাপতি হিসেবে বিরোধী দল অনুপস্থিত	প্রথম অধিবেশনেই সকল কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি বিরোধী দলের

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

ইতিবাচক দিক

- নবম সংসদে সদস্যদের গড় উপস্থিতির হার অষ্টম সংসদের তুলনায় বৃদ্ধি
- বাজেট আলোচনায় খাত ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ, সংশোধনী প্রস্তাব, নতুন পরিকল্পনা, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিগত অর্থবছরগুলোর ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আলোচনা বিষয় সংশ্লিষ্টতার ইতিবাচক প্রতিফলন
- প্রশ্নোত্তর পর্ব, জনগুরুত্বপূর্ণ নোটিস ইত্যাদি পর্বে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য; সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বেশি
- ৭০ অনুচ্ছেদের প্রতিবন্ধকতা স্বত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনায় সরকার দলীয় সদস্যদের অংশগ্রহণ
- নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সকল সংসদীয় কমিটি গঠিত, ৩টি কমিটির সভাপতি হিসেবে বিরোধী দলের সদস্যের দায়িত্ব পালন; অধিবেশন বর্জন করলেও সংসদীয় কমিটির বৈঠকে নিয়মিত অংশগ্রহণ; তৃণমূল পর্যায়ে ১০টি সংসদীয় কমিটি কর্তৃক জনগণকে সম্পৃক্ত করে বৈঠক
- সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির বৈঠকে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের তদারকি নির্দেশিকা অনুমোদিত
- স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বরাদ্দকৃত সময়ের মধ্যে বক্তব্য উপস্থাপনের চর্চা; ফলে প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে দলীয় প্রশংসা, বিরোধী পক্ষের সমালোচনা, অপ্রাসঙ্গিক আলোচনার সুযোগ হ্রাস
- অধিবেশন কক্ষের বাইরে প্রতিদিনের কার্যসূচি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রদর্শনের ফলে সংসদ কার্যক্রমের তথ্য প্রাপ্তি সদস্যদের কাছে সহজতর হওয়া

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

নেতিবাচক দিক

- প্রধান বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের মাত্রা সংকটজনকভাবে বৃদ্ধি, যা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব এবং সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক
- আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি আইন পাসের জন্য গড় সময় অষ্টম সংসদের প্রেক্ষিতে তুলনামূলকভাবে কম; আইন প্রণয়নে খুব কম সংখ্যক সদস্যের (নারী সদস্যসহ) অংশগ্রহণ
- সংবিধানে সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক চুক্তি বিষয়ক আলোচনা সংসদে অনুষ্ঠিত না হওয়া;
- অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার বন্ধে স্পিকারের আহ্বান এবং রুলিং সত্ত্বেও একই রকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি
- সংসদ অধিবেশনে কোরাম সংকট অব্যাহত; সংসদীয় কমিটির ক্ষেত্রেও কোরামের অভাবে কমিটির বৈঠক ব্যাহত
- সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত বিধানের অস্পষ্টতা সংসদে সদস্যদের মতামত প্রকাশে প্রতিবন্ধক যা নবম সংসদেও অব্যহত
- সদস্যদের বিরুদ্ধে কমিটির সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ; মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত কমিটিতে পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সদস্য রয়েছেন যা কার্যপ্রণালী বিধি ১৮৮ (২) এর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ

উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ

নেতিবাচক দিক

- সরকারি দল নির্বাচনী ইশতেহারে সদস্যদের আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলার অঙ্গীকার করলেও নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ বা বাস্তবায়নের প্রতিফলন হতে দেখা যায়নি
- বিরোধী দলের মধ্য থেকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের অঙ্গীকার ও স্পিকারের দল থেকে পদত্যাগ করার আলোচনা করলেও পরবর্তীতে সরকার থেকে তা বাস্তবায়ন করা হয়নি
- ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট বৈঠক বর্জন না করা,সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের অধিক অনুপস্থিত থাকলে তার সদস্যপদ শূন্য হওয়া - প্রধান বিরোধী দলের ইশতেহারে এ অঙ্গীকার থাকলেও নবম সংসদে মোট ৩৪২ কার্যদিবস বর্জনের ফলে এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি
- বিরোধীদল কর্তৃক সরকারকে সহযোগিতা করার আশ্বাস এবং সংসদে জনস্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করার অঙ্গীকারের বাস্তব প্রতিফলন দেখা যায়নি
- সংসদের ওয়েবসাইটে সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি
- সার্বিকভাবে পূর্ববর্তী সংসদের প্রেক্ষিতে নবম সংসদ কার্যক্রমের কার্যকরতার গুণগত পরিবর্তন দৃশ্যমান হয়নি

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সদস্যদের উপস্থিতি সংক্রান্ত

১. সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি প্রতিহত করার লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করে দলীয় বা জোটগতভাবে সংসদ বর্জন নিষিদ্ধ করতে হবে, এক্ষেত্রে সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা যেতে পারে

২. সংসদ অধিবেশনে সদস্যদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য অনুপস্থিত থাকার সর্বোচ্চ সময়সীমা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে উদাহরণস্বরূপ ৩০ কার্যদিবস করার বিধান করতে হবে

৩. বিধি অনুযায়ী সংসদ সদস্যের ছুটির আবেদন স্পিকার এবং সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়ার চর্চা নিশ্চিত করতে হবে। এ সংক্রান্ত একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা যেতে পারে

৪. যুক্তিসঙ্গত কারণ সাপেক্ষে স্পিকারের অনুমতি ছাড়া পুরো অধিবেশনে অনুপস্থিত এমন সদস্যরা সদস্য হিসেবে প্রাপ্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন - এ রকম বিধান প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সংসদে সদস্যদের গণতান্ত্রিক আচরণ ও অংশগ্রহণ সংক্রান্ত

৫. সংসদীয় স্থায়ী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০১০' চূড়ান্ত অনুমোদন ও আইন হিসেবে প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

৬. সংসদ সদস্যদের বক্তব্যে অসংসদীয় ভাষা পরিহার এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহিষ্ণু মনোভাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা অন্যদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়

৭. সংবিধান সংশোধন, সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন ব্যতীত অন্যান্য যেকোনো বিষয়ে সদস্যদের স্বাধীন ও আত্মসমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ ও ভোটদানের সুযোগ তৈরির জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে

৮. আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে সংসদে আলোচনা করার বিধান কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে

সংসদের কার্যদিবস ও কার্যসময় সংক্রান্ত

৯. সংসদের কার্যকরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যদিবস এবং কার্যসময় উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন কার্যদিবস কমপক্ষে ১৩০ দিন এবং কার্যসময় প্রতি কার্যদিবসে ৬ ঘন্টা)

১০. সংসদীয় ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত

১১. সংসদ অধিবেশন ও স্থায়ী কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতিসহ সংসদ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে ও সময়মত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। সংসদের ওয়েবসাইটের তথ্য যথা সময়ে হালনাগাদ করতে হবে এবং বুলেটিনসহ বিভিন্ন প্রকাশনাকে আরও তথ্যবহুল করতে হবে

১২. সংসদীয় কমিটির সুপারিশসহ কার্যবিবরণী জনগণ তথা সরকারি ও বেসরকারি রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রসহ সকল গণমাধ্যমে সহজলভ্য করতে হবে

সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি সংক্রান্ত

১৩. জনগুরুত্বপূর্ণ বিধি, প্রবিধান, নীতিমালার খসড়া সম্পর্কে জনমত গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিন সপ্তাহের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে এবং কমপক্ষে তিনটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশের বিধান কার্যকর করতে হবে

১৪. জনগুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে বা জনমত যাচাই করতে হবে। এক্ষেত্রে সংসদের ওয়েবসাইট, সংসদ টিভি, বেসরকারি সংস্থা কিংবা সংবাদপত্রের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে

১৫. সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রয়োজনে গণভোটের প্রবর্তন করতে হবে

সংসদকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য সুপারিশ

সংসদীয় কমিটি কার্যকর করা সংক্রান্ত

১৬. কমিটি প্রতিবেদন জমা দেওয়ার এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য/আপত্তি লিখিতভাবে জানাবে এমন বিধান প্রণয়ন করতে হবে

১৭. সংসদীয় কমিটির সুপারিশের আলোকে মন্ত্রণালয় কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তা লিখিতভাবে সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জানানোর বিধান করতে হবে, এক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে

১৮. যেসব কমিটিতে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তির ফলে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে যথাযথ অনুসন্ধান ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত সদস্য মন্ত্রী হলেও তিনি সংশ্লিষ্ট আলোচনা বা ভোট দান থেকে বিরত থাকবেন এরকম বিধান প্রণয়ন করতে হবে

ধন্যবাদ